

## 34715 - আদম (আঃ) কর্তৃক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিয়ে ওসিলা দেয়া শীর্ষক হাদিসটি বাতিল

### প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি এ হাদিসটি পড়েছি। আমি জানতে চাই, হাদিসটি কি সহিহ; নাকি সহিহ নয়?

(যখন আদম আলাইহিস সালাম গুনাহতে লিপ্ত হলেন তখন তিনি বললেন: ইয়া রব্ব, মুহাম্মদ এর অধিকার এর বদৌলতে আমাকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ বললেন: হে আদম, তুমি মুহাম্মদকে কিভাবে চিনলে, আমি তো তাকে এখনও সৃষ্টি করিনি? আদম বলল: ইয়া রব্ব, কারণ যখন আপনি আমাকে নিজ হাত সৃষ্টি করে, আমার মধ্যে আপনার রূহ থেকে ফুঁকে দিলেন তখন আমি মাথা উত্তোলন করে দেখলাম যে, আপনার আরাশের খুঁটিগুলোর উপর লেখা আছে- ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ (অর্থ আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই; মুহাম্মদ তাঁর বার্তাবাহক)। তখন আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি আপনার নামের সাথে আপনার সবচেয়ে প্রিয় মাখলুক ছাড়া অন্য কারো নাম সম্বন্ধিত করেননি। তখন আল্লাহ বললেন: হে আদম, তুমি সত্য বলেছ। নিশ্চয় তিনি আমার সবচেয়ে প্রিয় মাখলুক। তাঁর অধিকারের ওসিলা দিয়ে দেয়া কর। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। যদি মুহাম্মদ না হত তাহলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।)

### প্রিয় উত্তর

এ হাদিসটি মাওযু (বানোয়াট)। এ হাদিসটি ইমাম হাকেম (রহঃ) আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম আল-ফিহরি এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমাদের নিকট ইসমাইল বিন মাসলামা হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদেরকে আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম সংবাদ দিয়েছেন তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে, তিনি উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যখন আদম গুনাহতে লিপ্ত হল... প্রশ্নকারী যে ভাষায় উল্লেখ করেছেন ঠিক সে ভাষায় সেখানে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।

হাকেম বলেন: এটি সহিহ সনদবিশিষ্ট হাদিস।[সমাণ্ড]

হাকেম এভাবেই বলেছেন! কিন্তু অনেক আলেম, হাকেমের কথার সমালোচনা করেছেন এবং হাকেম কর্তৃক এ হাদিসকে সহিহ বলার প্রতিবাদ করেছেন। তারা হাদিসটিকে বাতিল ও বানোয়াট হুকুম দেন। তারা আরও তুলে ধরেন যে, হাকেম নিজেই এ হাদিসে স্ববিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছেন।

আলেমগণের সেসব উক্তির কিয়দংশ নিম্নরূপ:

হাকেমের পূর্বোক্ত উক্তির সমালোচনা করে যাহাবী বলেন: বরঞ্চ হাদিসটি মাওযু (বানোয়াট)। আব্দুর রহমান একজন অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। আর আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম আল-ফিহরি কে আমি চিনি না।[সমাণ্ড]

যাহাবী তার 'মিয়ানুল ইতিদাল' গ্রন্থে বলেন: “এটি বাতিল খবর (হাদিস)”।

ইবনে হাজার তাঁর 'লিসানুন মিয়ান' গ্রন্থে এ অভিমতের প্রতি সম্মতি জানিয়েছেন।

বাইহাকী বলেন: এই সূত্রটি আব্দুর রহমান বিন য়ায়েদ বিন আসলাম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এ আব্দুর রহমান দুর্বল রাবী।

[সমাণ্ড] ইবনে কাছির তাঁর 'আল-বিদায়া ওয়াল নিহায়া' গ্রন্থে (২/৩২৩) এ অভিমতের প্রতি সম্মতি জানিয়েছেন।

আলবানী তাঁর আল-সিলসিলা আয-যায়িফা গ্রন্থে (২৫) বলেন: মাওয়ু (বানোয়াট)।[সমাণ্ড]

হাকেম নিজেও (আল্লাহ্ তাঁকে মাফ করুন) আব্দুর রহমান বিন য়ায়েদকে হাদিস জাল করার দোষে অভিযুক্ত করেছেন। তাহলে

হাদিসটি সহিহ হয় কিভাবে?!

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর 'আল-কায়েদা আল-জালিয়া ফিত তাওয়াসসুল ওয়াল ওসিলা' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৬৯) বলেন: হাকেম

এ হাদিসটি বর্ণনা করে নিজেই সমালোচিত হয়েছেন। কারণ তিনি নিজে 'আল-মাদখাল ইলা মারিফাতিস সহিহ মিনাস সাকিম' গ্রন্থে

বলেন: আব্দুর রহমান বিন য়ায়েদ বিন আসলাম তার পিতা থেকে বেশ কিছু জাল হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাদিস বিশারদদের মধ্যে

যে ব্যক্তি এ রেওয়াজেতটির প্রতি গভীর দৃষ্টি দিয়েছেন তার কাছে অস্পষ্ট নয় যে, এ রেওয়াজেতে তার উপরই দোষারোপ করা হবে।

আমি বলি: আব্দুর রহমান বিন য়ায়েদ বিন আসলাম তাদের সর্বসম্মতিক্রমে দুর্বল; তিনি প্রচুর ভুল করেন।[সমাণ্ড]

[দেখুন: আলবানী এর 'সিলসিলাতুল আহাদিস আয-যায়িফা' (১/৩৮-৪৭)]